রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ রংপুর সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল অনুযায়ী ইতোমধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেয়র পদে মোট ১৩ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২২৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৭ জন, সর্বমোট ৩০৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২১২ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন, মোট ২৮৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ৩ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারীরা হচ্ছেন, ৫ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোছাঃ শেফালী বেগম, ১৭ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মনোয়ারা বেগম এবং ২৯ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রেবেকা বেগম। এবারে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে তৃতীয় লিঙ্গের একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি হচ্ছেন ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নাদিরা খানম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একজন নারী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও যাচাই-বাছাইয়ের সময় তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন তারা।

উল্লেখ্য ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী জনাব সহিদার রহমান, ১১ নং ওয়ার্ডের জনাব ওয়াজেদুল আরেফিন, ১৯ নং ওয়ার্ডের জনাব আব্দুর রশিদ, ২২ নং ওয়ার্ডের শাহ মোহাম্মদ আবু আলী মিঠু এবং সংরক্ষিত ১০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী জনাব আখতারা বেগমের হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে পাওয়া না যাওয়ায় আমাদের কিছুটা সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে। পরবর্তীতে তথ্যসমূহ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় প্রণীত প্রার্থীদের তথ্যের সার-সংক্ষেপ থেকে নেয়া হয়েছে।

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল মেয়র, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৮১ ৩৮.২০%	৪৪ ২০.৭৫%	৪১ ১৯.৩৩%	৩২ ১৫.০৯%	১০ ৪.৭১%	৪ ১.৮৮%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২৫ ৩৮.৪৬%	১৭ ২৬.১৫%	৮ ১২.৩০%	৮ ১২.৩০%	৬ ৯.২৩%	১ ১.৫৩%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**১০৬** **৩৭.৩২%**	**৬১** **২১.৪৭%**	**৫১** **১৭.৯৫%**	**৪৩** **১৫.১৪%**	**১৮** **৬.৩৩%**	**৫** **১.৭৬%**	**২৮৪** **১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (২৮.৫৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৩ জনের (৪২.৮৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) এইচএসসি। মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ ও এটিএম গোলাম মোস্তফা স্নাতকোত্তর; মোঃ কাওছার জামান, মোঃ মোস্তাফিজার রহমান ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ স্নাতক এবং মোঃ সেলিম আখতার ও জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার এইচএসসি পাস।
- মোট ৩৩ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮১ জনের (৩৮.২০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৪৪ জনের (২০.৭৫%) এসএসসি এবং ৪১ (১৯.৩৩%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩২ (১৫.০৯%) ও ১০ জন (৪.৭১%)। ৪ জন (১.৮৮%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- মোট ১১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ জন (৩৮.৪৬%) । ১৭ জনের (২৬.১৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৮ জনের (১২.৩০%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ (১২.৩০%) ও ৬ জন (৯.২৩%)। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ৬ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, সংরক্ষিত ১ নং ওয়ার্ডের মোছাঃ দিলারা বেগম ও মোসাঃ নাছিমা আক্তার; সংরক্ষিত ২ নং ওয়ার্ডের মোছাঃ হাফিজা খাতুন; সংরক্ষিত ৪ নং ওয়ার্ডের মোছাঃ শামীমা আকতার এবং সংরক্ষিত ৬ নং ওয়ার্ডের মোছাঃ নাজনীন নাহার খানম ও মোছাঃ পাপিয়া। ১ জন (১.৫৩%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে একটি বড় অংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৬৭ জন বা ৫৮.৮০%) এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৬১ জন (২১.৪৭%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৭.৩২% (১০৬ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ৫ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৯.০৮% (১১১ জন)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৫ ৭১.৪২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	২০ ৯.৪৩%	১৫০ ৭০.৭৫%	১৬ ৭.৫৪%	১ ০.৪৭%	২ ০.৯৪%	৬ ২.৮৩%	১৭ ৮.০১%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১৪ ২১.৫৩%	৩ ৪.৬১%	০ ০%	৪০ ৬১.৫৩%	১ ১.৫৩%	৭ ১০.৭৬%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**২০** **৭.০৪%**	**১৬৯** **৫৯.৫০%**	**১৯** **৬.৬৯%**	**১** **০.৩৫%**	**৪২** **১৪.৭৮%**	**৮** **২.৮১%**	**২৫** **৮.৮০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনই (৭১.৪২%) ব্যবসায়ী। মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ পেশার ঘর পূরণ করেননি। জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ পেশার ঘরে উল্লেখ করেছেন 'রাজনীতি'।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭০.৭৫% (১৫০ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২০ জন (৯.৪৩%) করে। ১৭ জন (৮.০১%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (৪০ জন বা ৬১.৫৩%) গৃহিণী। ১৪ জনের (২১.৫৩%) পেশা ব্যবসা। ৭ জন (১০.৭৬%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৯.৫০% ভাগই (১৬৯ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ২৫ জন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি। এর অর্থ দাড়ায় ৮.৮০% প্রার্থী কোনো কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নেই।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায়	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায়	মোট প্রার্থী	মন্তব্য

			মামলা		মামলা	মামলা		
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	৪ ৫৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৫২ ২৪.৫২%	৩৩ ১৫.৫৬%	৫ ২.৩৫%	৪ ১.৮৮%	১৭ ৮.০১%	০ ০%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৪ ৬.১৫%	৩ ৪.৬১%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**৫৮** **২০.৪২%**	**৪০** **১৪.০৮%**	**৫** **১.৭৬%**	**৪** **১.৪০%**	**১৮** **৬.৩৩%**	**০** **০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৪ জন (৫৭.১৪%)। মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং মোঃ মোস্তাফিজার রহমান ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মদের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। মোঃ কাওছার জামানের বিরুদ্ধে বর্তমান মামলা আছে এবং অতীতেও ছিল। তবে এটিএম গোলাম মোস্তফা, মোঃ সেলিম আখতার ও জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও ছিল না।

- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫২ জনের (২৪.৫২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৩ জনের (১৫.৫৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৭ জনের (৮.০১%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (২.৩৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৪ জনের (১.৮৮%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। যে ৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন, ১ নং ওয়ার্ডের মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ডের মোঃ হাসানুজ্জামান, ২৭ নং ওয়ার্ডের জনাব কামরুল হাসান টিটু, ২৯ নং ওয়ার্ডের জনাব এমরাউল হাসান চৌধুরী সুজন এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের জনাব নূরুজ্জামান জাদু। অতীতে যে ৪ জনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল, তাঁরা হচ্ছেন, ১৫ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাফিউল ইসলাম, ২১ নং ওয়ার্ডের জনাব খাইরুল ইসলাম এবং ২৮ নং ওয়ার্ডের জনাব নেছার আহমেদ ও মোঃ ইদ্রিস আলী।

- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৬.১৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৩ জনের (৪.৬১%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। বর্তমানে মামলা রয়েছে এমন কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছাঃ মিনি বেগম, ৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের জনাব পারভীন আক্তার ও মোছাঃ হাসনা বানু এবং ১১ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছাঃ সানজিদা আক্তার। অতীতে মামলা ছিল এমন কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী, ৭ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের জনাব জাফরিন ইসলাম রিপা এবং ৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছাঃ আরজানা বেগম।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনের (২০.৪২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪০ জনের (১৪.৮%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৮ জনের (৬.৩৩%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (১.৭৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে (১.৪০%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল; এরা সকলেই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিল প্রার্থী। উল্লেখ্য, মেয়র প্রার্থী মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ বর্তমান মামলাগুলোকে অতীতেও দেখিয়েছেন।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের	২ লক্ষ	৫ লক্ষ ১	২৫ লক্ষ ১	৫০ লক্ষ ১	১ কোটির	উল্লেখ নাই	মোট	মন্তব্য

	নীচে	টাকা থেকে ৫ লক্ষ	টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	টাকা থেকে ১ কোটি	উপরে		প্রার্থী	
মেয়র	০ %	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	০ %	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৫৪ ২৫.৪৭%	১৩২ ৬২.২৬%	২১ ৯.৯০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ২.৩৫%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৪ ২১.৫৩%	২৬ ৪০%	৪ ৬.১৫%	০ %	০ %	০ ০%	২১ ৩২.৩০%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**৬৮ ২৩.৯৪%**	**১৬০ ৫৬.৩৩%**	**২৮ ৯.৮৫%**	**১ ০.৩৫%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**২৭ ৯.৫০%**	**২৮৪ ১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (২৮.৫৭%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ৩ জনের (৪২.৮৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় ২৫ লক্ষ টাকার অধিক। মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ কোনো আয় দেখাননি। বছরে সর্বোচ্চ ৪৫,৯৩,৮৮০.০০ টাকা আয় করেন জনাব জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫,৯০,০০০.০০ টাকা আয় করেন মোঃ কাওছার জামান এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১০,১২,২৭২.০০ টাকা আয় করেন মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৮৬ জনেরই (৬৫.৪৯%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২১ জন (৯.৯০%)। ৫ জন (২.৩৫%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- সংরক্ষিত আসনের ৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যেও সিংহভাগই (৪০ জন ৬১.৫৩%) কাউন্সিলর প্রার্থীর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৪ জন (৬.১৫%)। ২১ জন (৩২.৩০%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে চার পঞ্চমাংশের (২২৮ জন বা ৮০.২৮%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনকে (৯.৫০%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮৯.৭৮% (২৫৫ জন)। বিশ্লেষণে এটা বলা যেতেই পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রায় নয় দশমাংশই স্বল্প আয়ের। বছরে সর্বোচ্চ ৪৫,৯৩,৮৮০.০০ টাকা আয় করেন একজন মেয়র প্রার্থী; যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ %	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ %	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৭৫ ৮২.৫৪%	২৩ ১০.৮৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	১০ ৪.৭১%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫২ ৮০%	১০ ১৫.৩৮%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৩ ৪.৬১%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**২৩০ ৮০.৯৮%**	**৩৪ ১১.৯৭%**	**১ ০.৩৫%**	**২ ০.৭০%**	**৪ ১.৪০%**	**০ ০%**	**১৩ ৪.৫৭%**	**২৮৪ ১০০%**	

- মোট ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ১ জনের (১৪.২৮%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (১৪.২৮%) ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ২ জনের (২৮.৫৭%) সম্পদ কোটি টাকার অধিক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ সরফুদ্দীন আহম্মেদের (১,৫৩,৬০,১১৮.০০ টাকা) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছেন মোঃ কাওছার জামান (১,৫২,০০,০০০.০০ টাকা)।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১৭৫ জন অথবা ৮২.৫৪%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ২৩ জন (১০.৮৪%) কাউন্সিলর প্রার্থীর। ২ জন (০.৯৪%) কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ কোটি টাকার অধিক; তারা হচ্ছেন ২১ নং ওয়ার্ডের মোঃ তারিক মুরশেদ গৌরব (২ কোটি ২২ লক্ষ ৪৫ হাজার

৩০৭.০০ টাকা) ও ১২ নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন (১ কোটি ২২ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২৯.০০ টাকা)। ১০ জন (৪.৭১%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫২ জনের (৮০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ১০ জন (১৫.৩৮%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৩ জন (৪.৬১%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩০ জনই (৮০.৯৮%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১৩ জন প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৩ জন (৮৫.৫৬%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৪ জন (১.৪০%)।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ %	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
কাউন্সিলর	১৩ ৬.১৩%	৯ ৪.২৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২১২ ১০০%	২৬ ১২.২৬%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ১.৫৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	১ ১.৫৩%
সর্বমোট	**১৪ ৪.৯২%**	**১২ ৪.২২%**	**২ ০.৭০%**	**০ ০%**	**২ ০.৭০%**	**১ ০.৩৫%**	**২৮৪ ১০০%**	**৩১ ১০.৯১%**

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৫৭.১৪%) দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে। এই ৪ জন হলেন মোঃ কাওছার জামান, মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ ও জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার। এর মধ্যে জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের ৯,০০,০০০.০০ টাকা এবং জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ারের ১৫,০০,০০০.০০ টাকা ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে। মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের ১৫,০০,০০০.০০ টাকা ঋণ রয়েছে জনতা ব্যাংকে। মোঃ কাওছার জামানের মোট দায় স্থিতি ও বর্তমান ঋণের পরিমাণ ৬০,৪৬,০০,৭৩৬.০০ টাকা। দায়-দেনার ঘরে তিনি উল্লেখ করেছেন, ৩০/০৬/২০১৪ ইং বছরে সমাপ্ত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ এর দায় স্থিতি ৫,৪৬,০০,৭৩৬.০০ টাকা ও ব্লক এ/সি হিসেবে দায় স্থিতি ৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ থেকে একক ঋণ ৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা ও সোনালী ব্যাংক থেকে যৌথ ঋণ ৪২,০০,০০,০০০.০০ টাকা।
- সাধারণ আসনের ২১২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জন (১২.২৬%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৬৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ১ জন (১.৫৩%) ঋণ গ্রহীতা। সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ৩১ জন (১০.৯১%)।
- মোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (১.০৫%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন মেয়র প্রার্থী ছাড়াও ২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন। উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৩ নং ওয়ার্ডের মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা) ও মোঃ শাহাবুল আলম (১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা)।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার	৫ হাজার	১০ হাজার ১	৫০ হাজার ১	১ লক্ষ ১	৫ লক্ষ ১	১০ লক্ষ	মোট	মোট কর

	টাকা বা তার চেয়ে কম	১ টাকা থেকে ১০ হাজার	টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	থেকে ১০ লক্ষ টাকা	টাকার উপরে	প্রার্থী	প্রদানকারী
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
কাউন্সিলর	১০৬ ৫০%	২ ০.৯৪%	১১ ৫.১৮%	১ ০.৪৭%	৪ ১.৮৮%	১ ০.৪৭%	০ ০%	২১২ ১০০%	১২৫ ৫৮.৯৬%
মহিলা কাউন্সিলর	৩৬ ৫৫.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	৩৬ ৫৫.৩৮%
সর্বমোট	**১৪৪ ৫০.৭০%**	**২ ০.৭০%**	**১১ ৩.৮৭%**	**২ ০.৭০%**	**৫ ১.৭৬%**	**১ ০.৩৫%**	**০ ০%**	**২৮৪ ১০০%**	**১৬৫ ৫৮.০৯%**

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন ৪ জন। সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১,২৭,৮৪৬.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২,৮৭৫.০০ কর প্রদান করেছেন জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৫,২৯৫.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন মোঃ মোস্তাফিজার রহমান। কর প্রদানকারী অপর প্রার্থী মোঃ কাওছার জামান। তিনি ৫,০০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২৫ জন (৫৮.৯৬%) আয়কর প্রদানকারী। ১২৫ জন কর দাতার মধ্যে ১০৬ জন (৮৪.৮০%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থী লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, ১২ নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন (৭,০৫,২৮৬.০০ টাকা), ১৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ আব্দুল গাফফার (১,০৮,২৩৫.০০ টাকা), ২১ নং ওয়ার্ডের মোঃ তারিক মুরশেদ গৌরব (১,৩৮,৯৬১.০০ টাকা) এবং ২৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাহাদত হোসেন (১,০৪,৪২৫.০০ টাকা) । উল্লেখ্য জনাব রবিউল আবেদীন রতন সর্বোচ্চ করদাতা ।
- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ৩৬ জনের (৫৫.৩৮%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তারা সকলেই কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬৫ জন (৫৮.০৯%) কর প্রদানকারী। এই ১৬৫ জনের মধ্যে ১৪৪ জনই (৫০.৭০%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনের মধ্যে ৫ জনই (৮৩.৩৩%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

তথ্য বিশ্লেষণকালে দেখা গিয়েছে যে, কোনো কোনো প্রার্থী তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছকগুলো পূরণ না করে ফাকা রেখেছেন। এটাকে আমরা হলফনামায় তথ্য গোপনের সামিল বলেই মনে করি। এ বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উল্লেখ্য, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের দাখিলকৃত হলফনামার সঠিকতা যাচাইপূর্বক অসত্য তথ্য প্রদানকারী প্রার্থীগণসহ অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানকারীদের মনোনয়ন পত্র বাতিলের আহ্বান জানিয়ে আসছি।

পূর্ববর্তী ও বর্তমান নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাত্র ৭ জন। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, এ টি এম গোলাম মোস্তফা, মোঃ কাওছার জামান, মোঃ মোস্তাফিজার রহমান ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ বিগত নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই ৫ জন মেয়র প্রার্থী বিগত নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে আয়কর বিবরণীসহ হলফনামা আকারে যেসকল তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করেছিলেন, আমরা তা থেকে কিছু বিশ্লেষণ নিতে তুলে ধরছি। বিশ্লেষণের বিষয়সমূহ হলো: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য, প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য।

১. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

ল্ড্রফ্ট	শ্লট্র্ক্লা ল্ড্রশ্লফ	স্ত্রস্থস ক্ষ্ড্রল্ব্ধ্রহ্লড্র			সস্ত্রস্থস্ফ্রক্ষ্ড্রল্ব্ধ্রহ্লড্র			ল্তক্ষ্মল্ল্ব্লল্ফল্ফ্র	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		ক্ষ্ড্রস্ক্র লা	ক্ষ্ড্রল্পব্ল্রাস্ত জ্ঞ	ব্রফল্ল	ক্ষ্ড্রস্ক্র লা	ক্ষ্ড্রল্পব্ল্রাস্ত জ্ঞ	ব্রফল্ল		
১	ব্রফল্ল দ ষ্ট্ল ূ ষ্ট	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র/স্ত্রস্ত্র&
২	স্ত ক্ষ্ম স্তল্ফ ব্রপ্রল্ল শ্লফ ব্রফল্ল ল্দশ্ল	স্থ-স্ত্রস্ম,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থ-স্ত্রস্ম,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ন,স্থস্ফস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	সস্থস্ফস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ-স্ত্রস্ম-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ত্রস্ত্র&
৩	ব্রফল্ল ম্ন শ্লদস্তশ্লা ম্র শ্লফল্লড্র	স্ফস্প্লস্প,স্পস্পস্প	স্ত্র	স্ফস্প্লস্প,স্পস্পস্প	স্থস্প্লস্নস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থস্প্লস্নস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ন-স্পস্ফস্ফস্ফস্ফ্র	স্থস্প্রস্প/স্পস্ফ&
৪	ব্রফল্ল ব্রফল্ল শ্লল্দম্র শ্লা লাশ্লল্ফল্লড্র	স্পপ্রস্থস্প্লস্থস্প্রস্প্ল	স্ত্র	স্পপ্রস্থস্প্লস্থস্প্রস্প্ল	স্থ,স্ত্রস্থস,সস্ক্স	স্ত্র	স্থস্ত্র,স্থস,সস্ক্স	- সস্প্রস্ত্রস-স্মস্ক্রপ	-স্ক্স্ত্র/স্পস্প&
৫	শ্ছল্লল্দ্রষ্ট জ্ঞ্ড্র ব্দ শ্নস্প ল্ট্র	স,স্পস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	সস্ক্রস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্প্লস্ত্রস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প,স্ত্রস্ফ,স্প্রস্ত্র	স্থস্ল,স্ত্রস্প্রস্ক্রস্প্র	স্প্রস্প্লস্লস্পস্মসমস্ত্র	স্প্রস্ত্র-স্মস্ম-স্মস্মস্ত্র	স্মস্ত্রস্ল/স্ফস্ক্র&

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে:

- ২০১২ এবং ২০১৭ সালে এ টি এম গোলাম মোস্তফার আয় একই রয়েছে, মোঃ কাওছার জামানের ১৪৩.৩৬% এবং জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের আয় ৮০৯.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক এই আয় বৃদ্ধির হার জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের সবচেয়ে বেশি।
- ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের বার্ষিক আয় ৭০.৩৫% হ্রাস পেয়েছে।
- মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ ২০১২ সালের মত ২০১৭ সালেও কোনো আয় দেখাননি।

২. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:

ল্ড্রফ্ট	শ্লট্র্ক্লা ল্ড্রশ্লফ	সস্ত্রস্থস ক্ষ্ড্রল্ব্ধ্রহ্লড্র			সস্ত্রস্থস্ফ্রক্ষ্ড্রল্ব্ধ্রহ্লড্র			ল্তক্ষ্মল্ল্ব্লল্ফল্ফ্র	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		ক্ষ্ড্রস্ক্র লা	ক্ষ্ড্রল্পব্ল্রাস্ত জ্ঞ	ব্রফল্ল	ক্ষ্ড্রস্ক্র লা	ক্ষ্ড্রল্পব্ল্রাস্ত জ্ঞ	ব্রফল্ল		
১	ব্রফল্ল দ ষ্ট্ল ূ ষ্ট	স্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্প্লস্থ,স্প্লস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থ,স্প্লস্থ,স্প্লস্ত্রস্ত্র	স্থ-স্প্রস্ফস্প্লস্ত্রস্ত্র	সস্লস্পস্ত্র&
২	স্ত ক্ষ্ম স্তল্ফ ব্রপ্রল্ল শ্লফ ব্রফল্ল ল্দশ্ল	স,সস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স,সস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্প্লস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থ,স্প্লস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	-স্ক্রস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	-স্পস্প/স্পস্প&
৩	ব্রফল্ল ম্ন শ্লদস্তশ্লা ম্র শ্লফল্লড্র	স্ত্রস্থস্প,স্পস্পস্প	সস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ফ্রস্পস্প,স্পস্পস্প	স্থ,স্প্লস,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থ,স্প্লস,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ-স্প্রস্প্রস্ফস্ফস্ফস্ফস্ফ্র	স্থস্লস্ক্স/স্ক্রস্প&
৪	ব্রফল্ল ব্রফল্ল শ্লল্দম্র শ্লা লাশ্লল্ফল্লড্র	স্থস্প,স্মস্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্ক্স্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প্লস্প্লস্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প্লসস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্লস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ফস্থস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ-স্ক্সস্থ-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ত্র/স্পস্ফ&
৫	শ্ছল্লল্দ্রষ্ট জ্ঞ্ড্র ব্দ শ্নস্প ল্ট্র	স্ল-স্মস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ত্র,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ল-স্মস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্পস্ম,স্ত্রস্ফ্রস্প্লস্থস্প্র	স্থ,স্থস্প্লস্প্ল,স্প্লস্ত্রস্প্র	স্থ,স্প্লস্প,স্ফস্ত্র,স্থস্থস্ম	স্থ-স্পস্পস্মস্ত্র-স্থস্থস্ম	স্ফস্ক্রস্প্ল/স্ক্রস্ফ&

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে:

- ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের সম্পদের পরিমাণ ২৯৩০%, মোঃ কাওছার জামানের ১৯৭২.৭৩%, মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের ১০.৩৬% এবং সরফুদ্দীন আহম্মেদের ৬৭৫.৭৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদ বৃদ্ধির এই হার মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের সবচেয়ে বেশি (২৯৩০%) হলেও, টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে মোঃ কাওছার জামানের (স্থ-স্প্রস্প্রস্ফস্ফস্ফস্ফস্ফ্রটাকা)। জনাব সরফুদ্দীন আহেম্মেদেরও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩৩,৮০,১১৮ টাকা।

- এ টি এম গোলাম মোস্তফার সম্পদ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৩৩.৩৩% হ্রাস পেয়েছে।
- পূর্বেও বলা হয়েছে যে, সম্পদের এই হিসাব মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা সকল সম্পদের মূল্যমান এবং বর্তমান বাজার মূল্য উল্লেখ না থাকায় সম্পদের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

৩. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

ল্ড্রফ্ট	শ্লট্রিস্না ল্ড্রশ্লফ	স্নত্রস্থস্ন স্কুড্রল্ব্লুশ্বস্ক্ড্র			স্নত্রস্থস্প্রস্কুড্রল্ব্লুশ্বস্ক্ড্র			ল্তক্স্নান্ধল্গ্লু	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হা[illegible]
		স্কুড্রস্স্ত্র ল্ম	স্কুড্রল্পব্লুন্ত স্ক্ল	ক্রুফল্ল	স্কুড্রস্স্ত্র ল্ম	স্কুড্রল্পব্লুন্ত স্ক্ল	ক্রুফল্ল		
১	ক্রুফল্ল দ স্ত্ল ু স্থ	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	[illegible]
২	স্ত স্কল স্তল্ফ ক্রপ্রল্প শ্লফ ক্রুফল্ল ল্দশ্ল	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	[illegible]
৩	ক্রুফল্ল ম্ল শ্লদস্তশ্লা স্ত্র শ্লফল্লুড্র	স্প্রস্তুত্র,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্প্রস্তুত্র,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ফ্ল্ব-স্প্রফস্ত্রস্ত্র-স্ক্রস্পফ	স্ত্র	স্ফ্ল্ব-স্প্রফস্ত্রস্ত্র-স্ক্রস্পফ	স্প্লফস্প্রফস্ত্রস্ত্র-স্ক্রস্পফ	হুস্স্কুহু/স্স্ল্ল৪
৪	ক্রুফল্ল ক্রুফল্ল শ্লুদস্ত্র শ্লা ল্মাল্লন্ফল্লুড্র	স্প্রস্তুত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্প্রস্তুত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	হুস্প্লস্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	হুস্প্লস্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	হুহু-স্ত্রস্ত্র-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্নস্ক্রপ্ল
৫	শ্ছল্লাল্ট স্কুড্র দ শ্লম্প ল্ট্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	স্ল,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্ল,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ল-স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	-

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে:

- ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোঃ কাওছার জামানের ঋণের হার ১৪১১.৫০% ও মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের ২৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। জনাব কাওছার জামানের ঋণ বৃদ্ধির এই পরিমাণ ৫৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৩৬.০০ টাকা।
- ২০১২ সালে জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের কোনো ঋণ না থাকলেও বর্তমানে ৯,০০,০০০ টাকা ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে।
- ২০১২ সালে জনাব আব্দুল কুদ্দুছ ও এ টি এম গোলাম মোস্তফার কোনো ঋণ ছিল না এবং বর্তমানেও নেই।

৪. প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ):

ল্ড্রফ্ট	শ্লট্রিস্না ল্ড্রশ্লফ	স্নত্রস্থস্ন স্কুড্রল্ব্লুশ্বস্ক্ড্র			স্নত্রস্থস্প্রস্কুড্রল্ব্লুশ্বস্ক্ড্র			ল্তক্স্নান্ধল্গ্লু	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		ল্ড্রন্দ্রশ্ছ ক্র	ল্ট্রশ্লট	ক্রুফল্ল শ্ছ ল্ট্রফল্লব্ধ	ল্ড্রন্দ্রশ্ছ ক্র	ল্ট্রশ্লট	ক্রুফল্ল শ্ছ ল্ট্রফল্লব্ধ		
১	ক্রুফল্ল দ স্ত্ল ু স্থ	স্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	হু,স্স্কু,স্স্ল্লস্ত্র	স্ত্র	হু,স্স্কু,স্স্ল্লস্ত্র	হু,স্প্রফস্স্ল্লস্ত্র	স্নস্লস্স্ত্র&
২	স্ত স্কল স্তল্ফ ক্রপ্রল্প শ্লফ ক্রুফল্ল ল্দশ্ল	স্ন,স্নস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্ন,স্নস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	হু,স্স্ল্ল,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	হু,স্স্ল্ল,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	-স্ক্রস্স্ল্লস্ত্রস্ত্র	- স্স্পপ/স্স্পপ&
৩	ক্রুফল্ল ম্ল শ্লদস্তশ্লা স্ত্র শ্লফল্লুড্র	স্ফ্রস্থস্প,স্পস্পপ	স্প্রস্তুত্র,স্ত্রস্ত্র,স্ত্র স্ত্রস্ত্র	- স্পস্লস্ন-স্মস্ফস্ফফ স্ফ্র	হু-স্স্ল্ল-স্ত্রস্ত্র-স্ত্র স্ত্রস্ত্র	হুস্ত্র-স্প্রফস্ত্রস্ত্র,স্ফ্র স্পফ	- স্ম-স্লস্প্রস্ত্রস্ত্র,স্ক্রপ স্ফ	- স্প্লস্ত্রহু-হুস্প্রস্ত্রস্ফ স্ল	- হুস্নস্ক্র/স্প্লফ &

৪	ক্র্যপ্ল ক্র্যপ্ল শ্লন্দ্র শ্লা ল্লান্দ্ল	হ্স্প্স্ম্স্প্রস্তুস্ত্র স্ত্র	স্ত্র	হ্স্প্স্ম্স্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	হ্স্প্লস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	হ্স্প্লস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	হ্,স্প্লহ্,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	হ্স্ত্র/হ্স্ল&
৫	শ্ছল্লুল্ল্ট জ্ঞ্র ব্দ শ্লম্প ল্ট্র	স্ল,স্মস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্ল,স্মস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্পম,স্ত্রস্ফ্রস্ফহস্প্র	স্ল,স্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্নস্ল,স্ত্রস্ফ্রস্ফহস্প্র	হ্স্ল,স্নস্ফ্রস্ফহস্প্র	হ্স্লস্ফ/স্স্ত্র &

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে:

- ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) ২৯৩০%, মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের ১০.১৯% এবং জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের ১৯৬.৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

- এ টি এম গোলাম মোস্তফার নিট সম্পদ ২০১২ সালের তুলনায় ৩৩.৩৩% হ্রাস পেয়েছে।

- মোঃ কাওছার জামানের আর্থিক মূল্যমানে উল্লেখ করা নিট সম্পদের পরিমাণ ২০১২ সালে ৩,৯২,৮৬,৬৬৭ টাকা ঘাটতি ছিল। ২০১৭ সালে ঘাটতির পরিমাণ ৮,৯৪,০০,৭৩৬ টাকা। ২০১২ সালের তুলনা ২০১৭ সালে তার আর্থিক ঘাটতির হারই বেড়েছে -১২৭.৫৬%। অর্থাৎ তার সম্পদের তুলনায় দায়- দেনা বা ঋণ বেশি।

- তবে এও সত্য যে, আর্থিক মূল্যমান উল্লেখ না করা সম্পদকে বিবেচনায় নিলে প্রত্যেক প্রার্থীরই সম্পদের হিসাব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

৫. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

ল্ড্র্য	শ্লন্ট্র্যা ল্ড্রগ্লফ	ব্দ স্টম্ন ল্ম						বাৎসরিক ল্তশ্লক্ষাল্দ্ধশ্লক্ষাম্ন ল্ধক্ষ্ট			
		স্নস্ত্রহ্স স্কন্দ্রল্ধশ্লক্ষ্ণ		স্নস্ত্রহ্স্ফ্রক্ষন্দ্রল্ধশ্লক্ষ্ণ		ল্তক্ষাল্ল্গল্ক্ষ্ণ	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার	স্নস্ত্রহ্স স্কন্দ্রল্ধশ্লক্ষ্ণ	স্নস্ত্রহ্স্ফ্র স্কন্দ্রল্ধশ্লক্ষ্ণ	ল্তক্ষাল্ল্গল্ক্ষ্ণ	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		ম্ন ল্ম্স্ফল্লপ্রন্ধ ব্দ স্ট	ল্ট্র ম্ন ল্ম	ম্ন ল্ম্স্ফল্লপ্রন্ধ ব্দ স্ট	ল্ট্র ম্ন ল্ম						
১	ক্র্যপ্ল ব্দ ষ্ট্ল ্ল ষ্টু	স্ত্র	স্ত্র	-	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	-	হ্,স্প্লস্ত্র-স্ত্রস্ত্র স্ত্র	হ্,স্প্লস্ত্র-স্ত্রস্ত্র স্ত্র	-
২	স্ত ষ্কম্ল স্তল্ফ ক্র্যপ্রম্ল শ্লফ ক্র্যপ্ল ল্দশ্ল	স্ত্র	স্ত্র	-	স্ত্র	স্ত্র	স্ত্র	-	স্মস্ত্র-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্মস্ত্র-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	-
৩	ক্র্যপ্ল ম্ন শ্লন্দন্তশ্লা ম্র শ্লক্ষল্লড্র	স্ফহ্স্প্স্পস্প স্প	স্প্লস্ত্র-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	- হ্-স্ত্রহ্-স্ত্রহ্-স্ত্রস্ত্র স্ত্র	স্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	-স্প্রস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	-স্লস্ত্র&	স্প্লস্মস্ল-স্নস্ফ্র স্ল	স্ফ্রস্মস্ল-স্ফ্রম্ল স্ম	স্ন-স্ত্রস্ত্র-স্প্লহ্ স্ল	স্পপ্র/স্ত্রস্ন&
৪	ক্র্যপ্ল ক্র্যপ্ল শ্লন্দ ম্র শ্লা ল্লান্দ্ল	স্পপ্রহ্স্প্লহ্স্প্র স্প্ল	হ্-স্পফস্ফ স্ত্রস্ফ	স্ন-স্লস্ন-স্নস্ফ্রম	স্নস্প্লস্নস্লস্প্ল	-হ্-হ্হ্-স্প্লহ্হ্	-স্মহ্/স্প্রম&	স্ন-স্ফফস্ফস্ত্র স্ফ	স্ন,স্নস্প্লস্প্ল স্প্ল	স্প্লহ্-স্নহ্হ্	-স্ফ্রপ্ল/স্নহ্&
৫	শ্ছল্লুল্ল্ট জ্ঞ্র ব্দ শ্লম্প ল্ট্র	স্ন-স্পস্ত্র-স্ত্রস্ত্র স্ত্র	স্পস্ত্রস্ত্রস্ত্র	হ্হ্-স্প্লম্ল-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	হ্-স্নস্ফ্রস্মস্প্র স্ফ	হ্-স্নস্প্রস্মস্প্রফ	স্প্রহ্স্প্লহ্/স্প্লপ &	হ্স্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্প্রস্ত্রস্ত্র-স্ত্র স্ত্রস্ত্র	স্পস্লস্ল-স্ত্রস্ত্র স্ত্র	স্প্লস্লস্ত্র&

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে:

- জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের আয়কর প্রদানের হার ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৪১৬১.৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে তিনি কর প্রদান মাত্র ৩,০০০.০০ টাকা আয়কর প্রদান করলেও সর্বশেষ অর্থবছরে দিয়েছেন ১,২৭,৮৪৬ টাকা।
- অপরদিকে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে জনাব কাওছার জামানের আয়কর প্রদানের হার ৯০% ও জনাব মোস্তাফিজার রহমানের ৮১.৪৮% হ্রাস পেয়েছে।
- জনাব আব্দুল কুদ্দুছ ও এ টি এম গোলাম মোস্তফার ২০১২ সালে আয়করের আওতায় ছিলেন না এবং বর্তমানেও নেই।

- আয়কর বিবরণীতে মেয়র প্রার্থীগণ বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয়ের যে বিবরণ দেখিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ তারা সারা বছরে ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন, তা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

আমাদের প্রত্যাশা, আমরা প্রার্থীদের তথ্যের যে বিশ্লেষণ তুলে ধরছি, গণমাধ্যমে তা প্রচারিত ও প্রকাশিত হবে এবং ভোটাররা কী ধরনের প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন। একইসাথে মেয়র প্রার্থীসহ স্ব স্ব এলাকার কাউন্সিলর প্রার্থীদের তথ্য সম্পর্কে তারা জানবেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে, শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। শুধুমাত্র সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা বা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানোই নয়, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে:

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে আমরা রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের প্রশিক্ষিত 'Peace Pressure Group'ও 'Peace Ambassador' এবং সুজন-এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়েছে, যাতে ৫ জন মেয়র প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার সম্মতি জানানো সত্ত্বেও ২জন মেয়র প্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়েও ১৫টি অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যার ১০টি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ এবং আগামীকাল আরও ৫টি অনুষ্ঠিত হবে। সংরক্ষিত ৭ নং ওয়ার্ডের নারী প্রার্থীরাও একটি অনুষ্ঠানে জনগণের মুখোমুখি হবেন। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ, সহিংসতামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা যেমন লিখিত অঙ্গীকার করছেন, ভোটাররাও তেমনি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে শপথ করছেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হচ্ছে। একইভাবে যে ১৫টি ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.shujan.org) সন্নিবেশিত করছি।

- **সংবাদ সম্মেলন:** আজকের এই সংবাদ সম্মেলন ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে আর একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আগামীকাল ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর তথ্য উপস্থাপনসহ বিগত এবং এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে। নির্বাচনের পরেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণসহ নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরার জন্য আর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হবে।

- **মানববন্ধন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭, সকাল ১১টায়, প্রেসক্লাব চত্বর, রংপুরে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হবে।

- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা:** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়েও প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুজন-এর একটি সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালাচ্ছে।

- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহার:** সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়াও Campaign for Fair and Peaceful Elections নামে একটি গ্রুপের মাধ্যমে তারা প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে আমরা এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত হবে। কেননা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া এখন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে

রংপুরের নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে গত ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ছাড়া অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ত্রুটিমুক্তভাবে তথা অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই বিবেচনায় রাখবে যে, বছরখানেকের মধ্যেই আমাদের জাতীয় নির্বাচন। সঙ্গত কারণেই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ এখন থেকে বড় বড় যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হবে, সারাদেশের সচেতন নাগরিকদের দৃষ্টি থাকবে সেদিকে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের আন্তরিকতা, সক্ষমতা, নৈতিকতা, সাহসিকা ইত্যাদি দিকগুলো পরখ করার সুযোগ পাবে। আমাদের বিশ্বাস, নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে এই নির্বাচন পরিচালনা করবে। তবে এও ঠিক যে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের একক প্রচেষ্টায় কখনোই সম্ভব নয়। অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থক এবং ভোটারদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমরা আশাবাদী যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৮, রংপুর সিটি কর্পোরেশনে আমরা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো।